সংবাদ

তারিখ ... 31 MAR 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ...

ছাত্রদের ১২ দফা দাবি

বাকৃবিতে ভাঙচুর : অবরুদ্ধ প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগ

প্রতিনিধি, বাকৃবি

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের কার্যালয় ভাঙচুর করেছে ছাত্ররা। গতকাল দুপুর ২টার দিকে ১২ দফা দাবিতে সচেতন ছাত্র সমাজের ব্যানারে একদল ছাত্র এ ভাঙচুর চালায়। এ সময় তারা প্রক্টর ও ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টাসহ ৩ জনকে তার কার্যালয়ে আড়াই ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। এ ঘটনার প্রতিবাদে প্রক্টরিয়াল বডির ৪ সদস্য একযোগে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুর দেড়টার দিকে সচেতন ছাত্র সমাজের একদল প্রতিনিধি ১২ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মো. আবুল খায়ের চৌধুরীর কার্যালয়ে যায়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শামসুদ্দিন এবং সহকারী প্রক্টর ড. কাজী শাহনারা আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় প্রতিনিধিরা ছাত্র বিষয়ক কার্যালয় থেকে বের হয়ে আসে। একপর্যায়ে একদল ছাত্র দুপুর ২টার

ভাঙচুর : পৃ: ১১ ক: ৬

ভাঙচুর : বাকৃবিতে

দিকে ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টার কার্যালয়ে ইট-পাটকেল ছুড়ে ভাঙচুর শুরু করে। এ সময় প্রক্টর আহত হন। এতে প্রায় ১২টি কক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টার কার্যালয়ের মূল ফটক তালাবদ্ধ করে ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রক্টর এবং এক সহকারী প্রক্টরকে অবরুদ্ধ করে রাখে। বিষয়টি সমাধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এমএ সাত্তার মণ্ডল ও অন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সচেতন ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। বৈঠকে দাবি পূরণের আশ্বাস দেয়া হলে ছাত্ররা ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টার কার্যালয়ের মূল ফটকের তালা খুলে দেয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গেলে কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে।

প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. শামসুদ্দিন জানান, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এবং ৩ সহকারী প্রক্টর [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মো. শামসুদ্দিন জানান, তিনি পদত্যাগপত্র পেয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

সচেতন ছাত্র সমাজের ১২ দফা দাবিগুলো হচ্ছে— ১. অবৈধ নিয়োগ বাতিল, অতীতের সব অনিয়ম-দুর্নীতি খতিয়ে দেখার জন্য কমিটির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, ২. বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় শিক্ষক-ছাত্রের ওপর নির্যাতনকারী ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, ৩. বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চাকরিচ্যুতদের স্বপদে পুনর্বহাল এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যাদের বদলি করা হয়েছে